দৈনিক খবর

তারিখ 19 DEC 1992
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

54

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (কুষ্টিয়া) ঃ সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন ইসলামী ভার্সিটি ছাত্রলীগ (ম-ই) সভাপতি শাহজাহান আলম সাজু ছবি- আজমল হোসেন

সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের সাংবাদিক সম্মেলন ঃ

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্যের অপসারণ করে ক্লাস খোলার দাবী

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (কুষ্টিয়া), ১৮ই ডিসেম্বর।- নিজস্ব সংবাদদাতা শাহজাহান সাজু জানানঃ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আঃ হামিদকে অপসারণ করে অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়ার দাবী জানিয়েছে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য। সম্প্রতি কুষ্টিয়া এডভোকেটস্ ক্লাব অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে অভিযোগ করা হয় উপাচার্য অধ্যাপক আঃ হামিদের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় ইসলামী ছাত্র শিবির দীর্ঘদিন থেকে ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস চালিয়ে আসছে। ইতিপূর্বে পুলিশ হলে তল্লাশী চালিয়ে শিবিরের ক্যাডারদের কক্ষ থেকে এল এম জি, কাটা রাইফেলসহ বিপুল পরিমাণে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শিবিরের মাস্তানদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। এ ছাড়া পুলিশ প্রশাসনও সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে আইনগত কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। ফলে শিবিরের ক্যাডাররা দীর্ঘদিন থেকেই ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস চালিয়ে আসছে। বিশেষ করে গত ১লা নভেম্বর থেকে শিবির বহিরাগত মাস্তানদের ক্যাম্পাসে আমদানী করতে থাকে। বার বার হল কর্তৃপক্ষ ও ডিসিকে অনুরোধ করা সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ হল তল্লাশী করেনি।

সাংবাদিক সম্মেলনে অভিযোগ করা হয়, গত ২৫শে নভেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের জনৈক ছাত্রী ফ্যাকাল্টি ভবনে টয়লেট ব্যবহার করতে গেলে শিবিরের পোষা মাস্তান মহসিন কন্ট্রোল বাইরে থেকে টয়লেটের ছিটকানী বন্ধ করে দেয়। টুটুল নামে ছাত্রদলের একজন কর্মী ঘটনাটি দেখে এর প্রতিবাদ জানালে শিবিরের উল্লেখিত মাস্তানরা পিস্তল উচিয়ে টুটুলকে শাসিয়ে দেয়। উক্ত ঘটনা ক্যাম্পাসে জানাজানি হয়ে গেলে চরম উত্তেজনা দেখা দেয় এবং শিবিরের ক্যাডারদের উক্ত অপকর্মের প্রতিবাদে পরদিন ২৫শে নভেম্বর সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য প্রতিবাদ মিছিল বের করলে শিবিরের সশস্ত্র ক্যাডাররা পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী উক্ত মিছিলে হামলা চালিয়ে ছাত্র মৈত্রী নেতা আখতারুজ্জামান মুকুট, ছাত্রদল নেতা জাকির হোসেন, খোকনসহ ছাত্রঐক্যের অন্ততঃ ২৫ জনকে আহত করে। আহতদের মধ্যে মুকুট এখনও হাসপাতালে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে। সাংবাদিক সম্মেলনে আরো অভিযোগ করা হয়, শিবিরের ক্যাডাররা

৫-এর পাতায় দেখুন

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্যের অপসারণ

৬ এর পাতার পর

বিপুল পরিমাণে বহিরাগতসহ কাটা রাইফেল, ষ্টেনগান, পাইপগান ও দেশী অস্ত্রসহ চারিদিক থেকে একযোগে হামলা চালিয়ে ছাত্রদল, ছাত্রলীগসহ সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের কর্মীদের হল থেকে বের করে দেয়। শিবিরের নজিরবিহীন সন্ত্রাস চলাকালে ক্যাম্পাসে উপস্থিত পুলিশ বাহিনী নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য কর্মীরা যখন একত্রিত হয়ে চারিদিক থেকে শিবির কর্মীদের ঘিরে ফেলে তখন অতর্কিত পুলিশ হামলা চালিয়ে ছাত্রঐক্য কর্মীদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ রুদ্ররোষ থেকে শিবির-কর্মীদের রক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেয় এবং পুলিশী প্রহরায় শিবির কর্মীদের নিরাপদ দূরত্বে পৌছে দেয়।

সাংবাদিক সম্মেলনে আরো অভিযোগ করা হয়, ২৫শে নভেম্বর বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দিলে ঐ দিন রাতেই শিবিরের মুখোশধারীরা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের বাইরের একটি ছাত্রাবাসে হামলা চালিয়ে প্রথম বর্ষের একজন নিরীহ ছাত্র ছাইফুল ইসলাম মামুনকে হত্যা করে। অথচ নিরীহ ছাত্র মামুনের লাশ নিয়ে জামায়াত-শিবির হিংস্র রাজনীতিতে মেতে উঠে। মামুনকে ছাত্র শিবির কর্মী বলে দাবী করে শিবিরের পক্ষ থেকে ছাত্রলীগ, ছাত্র দল ও ছাত্রমৈত্রীর ১৯ জনকে আসামী করে মিথ্যা মামলা দায়ের করে। অথচ নিহত মামুনের পারিবারিক সূত্রে দাবী করা হয়েছে মামুন ছাত্র শিবিরের সাথে জড়িত ছিল না, সে ছাত্র দলের কর্মী ছিল।

সাংবাদিক সম্মেলনে অভিযোগ করা হয়, বর্তমান ভিসি অধ্যাপক আঃ হামিদ প্রকাশ্যভাবে ছাত্র শিবিরকে পৃষ্ঠপোষকতা করে আসছে এবং তার পক্ষপাতমূলক আচরণের জন্যই জামায়াত-শিবির আজ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস চালিয়ে ক্যাম্পাসে অচলাবস্থা সৃষ্টি করেছে।